পুজিবাদের ধ্বংসের মধ্যেই সমাজতন্ত্র অঙ্কুরিত হচ্ছে ।

সেতারা হাশেম

বিশ্ব অর্থনীতি, যা প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি, এর যে বিপর্যয় আরম্ভ হয়েছে, তা সামাল দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিসহ তাদের নিয়ন্ত্রিত আর্থিকসংস্থা বিশ্বব্যাংক ও আই.এম.এফ এর দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়েছে । এ রকম বড় আকারের এক বিপর্যয় ১৯২৯ সালে আরম্ভ হয়েছিল এবং কয়েক বছর স্থায়ী হয়েছিল । এর ফলে লক্ষ লক্ষ লোক দেউলিয়া হয়ে পথে বসেছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে উক্ত সংকট আরো দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ হতো । হিটলারের ফ্যাসিষ্ট যুদ্ধ বিশ্ব পুঁজিবাদ ও সম্রাজ্যবাদকে সংকটমুক্ত করেছিল ।

বিগত ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একক পরাশক্তি হিসাবে তার শক্তির সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে যায় । একক পরাশক্তি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সম্প্রসারণ বিশ্বজুড়ে এমন ভাবে ঘটেছে, যা তার মতো বিশাল অর্থনীতিরও সমর্থের বাইরে । আফগানিস্থান ও ইরাকে যুদ্ধ বাধিয়ে দেশ দু'টাকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে গিয়ে বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে, যার বোঝা মার্কিন নাগরিকদের উপর পড়ছে । এর ফলে অভ্যন্তরীনভাবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাজারদর প্রভৃতির উপর প্রভাব পড়ছে । মার্কিনীরা চারদিকে যুদ্ধ অবস্থা সৃষ্টি করে অস্ত্র প্রস্তুত কারক ও ব্যবসায়ীদের মুনফার পাহাড় খাড়া করেছে । এভাবে গড়া খাড়া পাহাড় এখন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে ধসে পড়ছে ।

তাছাড়া মার্কিনীরা উৎপাদন খাত থেকে আর্থিক কারবারে পুঁজি সরিয়ে এনে অর্থনৈতিক কাঠামোর যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তার ফলে পুজির মুনফা বৃদ্ধি পেলেও বড় আকারে বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে । সস্তা শ্রমের জন্য অনুন্নত দেশগুলিতে নিজ দেশের উৎপাদন খাতের পুঁজি সরিয়ে নেওয়ায় আর্থিক কারবারের মুনফা সত্ত্বেও তার সঙ্গে উৎপাদনের এক ধরণের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে । আর্থিক কারবারের সঙ্গে উৎপাদনের বিচ্ছিন্নতা সমগ্র অর্থনীতিতে যে সংকট সৃষ্টি করে, সেই সংকটই হলো পুঁজিবাদের বর্তমান আর্থিক বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ।

পুঁজিবাদের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা যে পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করছে, তার সাথে পুঁজিবাদের কোন সম্পর্ক নাই । মূলত পুঁজিবাদী অর্থ ও উৎপাদন ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করতঃ তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে । এই চেষ্টা পুঁজিবাদকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথকেই প্রশস্ত করবে । তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের অর্থ সমাজতন্ত্রের শেষ নয় ।

উৎপাদন ও পুঁজির মুনফার সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও চাহিদার সংমিশ্রন না ঘটাতে পারলে সংকট সৃষ্টি হতে বাধ্য । ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, উৎপাদন ব্যবস্থা প্রভৃতি যে ভাবে পুঁজি নিয়ন্ত্রন করে এবং শেয়ারবাজার উঠানামা করিয়ে ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করে, তা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে থাকে অনুপস্থিত । তাই বিগত ১৯২৯ সালে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সংকট সৃষ্টি হলেও তৎকালীন সোভিয়েত অর্থনীতিতে কোন সংকট সৃষ্টি করতে পারেনি । আলোচ্য এই ব্যবস্থাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলী গ্রহন করতে যাচ্ছে ।